সূচিপত্র

শায়খ ইয়াসির কাদি-র পরিচিতি ১০

অনুবাদকের কথা ১১

কেন আমরা আল্লাহ্‌র নাম-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানব ১৩

আল্লাহ (اَللّٰهُ) নামের মহত্ত্ব ২১

অনন্যসাধারণ সব বৈশিষ্ট্য ২৭

আর-রহমান (اَلرَّحْمٰنُ) ৩৫

আর-রহীম (اَلرَّحِيْمُ) ৪৩

আল গাফুর, আল গাফির এবং আল গাফফার (اَلْغَفُوْرُ، اَلْغَافِرُ، اَلْغَفَّارُ) ৫৩

আসসালাম (اَلسَّلٰمُ) ৬৩

আল ওয়াদুদ (اَلْوَدُوْدُ) ৬৯

আল জামিল (اَلْجَمِيْلُ) ৭৮

আল মু'মিন (اَلْمُؤْمِنُ) ৮৭

আস সিত্তির (اَلسِّتِّيْرُ) ৯২

আল লতিফ (اَللَّطِيْفُ) ৯৯

আল আজীজ (اَلْعَزِيْزُ) ১০৭

আল কারীম এবং আল আকরাম (اَلْكَرِيْمُ وَالْاَكْرَامُ) ১১৫

আল খালিক, আল বারি এবং আল মুসাওয়ির (اَلْخَالِقُ، اَلْبَارِئُ وَالْمُصَوِّرُ) ১২৩

আত তাওয়াব (اَلتَّوَّابُ) ১৩২

আল 'আফুউ (اَلْعَفُوُّ) ১৪৩

আল ওয়াহাব (اَلْوَهَّابُ) ১৫২

বিপরীতধর্মী ও পরিপূরক গুণসম্পন্ন যুগলনাম ১৬৩

আল ফাত্তাহ এবং খায়রুল ফাতিহিন (اَلْفَتَّاحُ وَخَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ) ১৬৭

আল ওয়াকিল (اَلْوَكِيْلُ) ১৭৫

ইসমে আজম বা শ্রেষ্ঠ নাম ১৭৯

AHSAN PUBLICATION

শায়খ ইয়াসির কাদি-র পরিচিতি

শায়খ ইয়াসির কাদি পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আমেরিকান ইসলামি চিন্তাবিদ। ২০০১ সাল থেকে তিনি আল মাগরিব ইন্সটিটিউটের অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। আল মাগরিব মূলত সেমিনার ভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের নানা স্থানে কাজ করে যাচ্ছে। আল মাগরিবের ডিন হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি শায়খ ইয়াসির কাদি মেমফিনের রোডেস কলেজের রিলিজিয়াস স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। ধর্মীয় নানা বিষয়ে লেকচার প্রদান ছাড়াও ইয়াসির কাদি বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেছেন।

তার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তার পিতা-মাতা পেশাগত কারণে জেদ্দায় চলে যান। সেখানে শায়খ ইয়াসির কাদির প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে কুরআন হেফজ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে হোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে হাদীস ও ইসলামিক বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আরবিতে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দাওয়াহ কলেজ থেকে তিনি ইসলামিক থিওলজিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

২০০৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে কানেক্টিকাটের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি থিওলজির ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। চলতি বছরের (২০১৯) শুরুতে শায়খ ইয়াসির কাদি ডালাস মেট্রোপোলিটন এরিয়ায় স্থানান্তরিত হন এবং বর্তমানে সেখানে তিনি ইস্ট প্লানো ইসলামিক সেন্টারের রেসিডেন্ট স্কলার হিসেবে কর্মরত আছেন।

AHSAN PUBLICATION

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। অবশেষে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতম গুণবাচক নাম তথা আসমাউল হুসনা নিয়ে শায়খ ইয়াসির কাদি-র আলোচনা অনুবাদ করতে সক্ষম হলাম। নিঃসন্দেহে এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা একটি অর্জন। কাজটি করতে গিয়ে আমি ঋদ্ধ হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। আমার জানার পরিধি বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি পাল্টে গেছে।

কাজটি শুরু করার নেপথ্যের ঘটনা অনেকটা এমন। একদিন আমি ঋদ্ধ প্রকাশনের কর্ণধারের সাথে গাড়িতে কোথাও যাচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে, তিনি হঠাৎ করেই জানতে চাইলেন ইয়াসির কাদির আসমাউল হুসনা বিষয়ক লেকচারটি আমি শুনেছি কিনা। আমি বললাম, না শুনিনি। তিনি আমাকে শুনতে বললেন এবং তার নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আমার সাথে শেয়ার করলেন। আমি ঘটনাগুলো শুনে শুধু যে বিমোহিত হলাম তা নয়, রীতিমতো শিহরিত হলাম এবং তাৎক্ষণিকভাবে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আসমাউল হুসনার তাৎপর্য প্রতিটি মুসলিমের জানা দরকার। কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলিকে সঠিকভাবে না জানলে আমরা তাঁর নেয়ামতগুলোকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারব না। শায়খ ইয়াসির কাদির লেকচারগুলো ইউটিউবে 'নাইন্টিনাইন বিউটিফুল নেমস অফ আল্লাহ' শিরোনামে পাওয়া যায়। অসাধারণ এই আলোচনা অনেক বেশি তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। ২০১৬ সালের রমাদান মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলার একটি করে সিফাতি নাম নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। সেই হিসেবে কমপক্ষে ২৯টি আলোচনা হওয়ার কথা। তবে ইউটিউবে আমরা ২২টি আলোচনাকে খুঁজে পেয়েছি এবং প্রতিটি আলোচনাই এই বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, আমরা শায়খ ইয়াসির কাদির কাছ থেকে এই সিরিজ আলোচনাটি বই হিসেবে প্রকাশ করার অনুমতিও পেয়েছি।

আসমাউল হুসনা নিয়ে ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় কাজ হয়নি তা নয়; তবে শায়খ ইয়াসির কাদির এই আলোচনাটির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যথেষ্ট গবেষণা করে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন। শুধু তাই নয়, যেকোনো একটি সিফাতি নামের যত ধরনের বিশ্লেষণ থাকতে পারে বা ক্ল্যাসিক সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি আসমাউল হুসনার নামগুলোকে নিয়ে যত ধরনের মতামত

প্রথম অধ্যায়

কেন আমরা আল্লাহ্‌র নাম-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানব

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের। যিনি মালিক, কুদ্দুস, রহমান ও রহীম। সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা তাঁর প্রতি, কেননা তিনি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল কুরআন আমাদের জন্য নাযিল করেছেন। এ কুরআন হলো হুদাল্‌লিল মুত্তাকিন অর্থাৎ মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত। আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই, কেননা তিনি আমাদেরকে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর উম্মত বানিয়েছেন। তাঁকে আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আমাদের নবি সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

প্রত্যেক বছর পবিত্র রমাদান মাসে আলোচনার জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে থাকি। এ বছর আমরা আলোচনার জন্য যে বিষয়টি নির্ধারণ করেছি, তা নিঃসন্দেহে খুবই উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এমন একটি বিষয় যা বুঝার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য, মুখস্থ করার জন্য প্রতিটি মুসলিমের সময় ব্যয় করা প্রয়োজন।

বিষয়টি হলো আল্লাহ তাআলা কিছু গুণবাচক নাম সমন্ধে জানার চেষ্টা করা, অন্তত প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করা। আল্লাহর এই গুণবাচক নামগুলোর পেছনে মূল যে ধারণা মূলত সেটাই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সামগ্রিক উপস্থাপনারও মূল ধারণা। আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আপনারা যদি কুরআনের ৩-৫টি আয়াতও একসাথে পড়েন, তাহলেই তার মধ্যে আল্লাহর কোনো না কোনো গুণবাচক নাম পেয়ে যাবেন। আপনি যদি কারও তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনেন, তাহলেও দেখবেন, সেখানেও আল্লাহর কতগুলো গুণবাচক বা সিফাতি নাম পাওয়া যায়। এমনকি এমনও আয়াত আছে, যেখানে একটিমাত্র আয়াতেও একাধিক নাম পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাটা আমাদের দীনের মৌলিক জ্ঞানের অপরিহার্য অংশ। সবকিছুর আগে আমাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা কে? ঈমানের প্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস বা ঈমান আনয়ন করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলতে প্রকৃতপক্ষে

আমরা কোন্ সত্তাকে বুঝি? আল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের একমাত্র বৈধ ও যুক্তিসংগত তথ্যসূত্র হলো তাঁর গুণবাচক বা সিফাতি নামগুলো।

আমাদের প্রসিদ্ধ ইসলামিক চিন্তাবিদগণ মত দিয়েছেন যে, তাওহীদের দুটি ধাপ। প্রথমটি হলো, আল্লাহ সম্পর্কে জানা আর দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর ইবাদত করা। তাওহীদের যাবতীয় কার্যক্রম মূলত এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আমরা কালেমা পড়ি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এখানেও আল্লাহর নাম আছে। আপনাকে সবার আগে আল্লাহকে জানতে হবে আর তারপর শুধু তাঁরই ইবাদত করতে হবে। এ আলোচনার প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ তাআলার একটি নাম বা কোনো কোনো অধ্যায়ে সর্বোচ্চ দুটি সিফাতি নাম নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের সবার মনে রাখা উচিত, আল্লাহর নাম সম্পর্কিত যে জ্ঞান তার চেয়ে পবিত্র কোনো জ্ঞান হয়না, এর চেয়ে উত্তম কোনো আলোচনা হয়না।

ধরা যাক, আমাদের সমাজেও জ্ঞানের অনেক শাখা বিস্তৃত হয়েছে। যারা এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে তারাও তাদের বিষয়ের গুরুত্বের আলোকে সম্মানিত হন। যে মানুষটি মানবদেহ নিয়ে পড়াশুনা করে, কিংবা যে চিকিৎসক, দেখা যায় অন্য অনেক ক্ষেত্রের জ্ঞানী লোকের তুলনায় এই মানুষগুলো বেশি মর্যাদা পান। অন্য বিষয়েরও গুরুত্ব আছে, কিন্তু তারপরও আমরা মানবদেহ নিয়ে গবেষণাকারী ব্যক্তিগণকে বেশি সম্মান দিই, কেননা, এ বিষয়টি আমাদের যাপিত জীবনে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। মানুষের যেকোনো সৃষ্টির তুলনায় মানুষের শরীরবিষয়ক জ্ঞান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একইভাবে আল্লাহর নামসংক্রান্ত এই জ্ঞানগুলো অন্য যেকোনো শাখার জ্ঞানের তুলনায় কিংবা অন্য যেকোনো তথ্যের তুলনায় অনেক বেশি উত্তম, বরকতময়, পবিত্র ও সম্মানের। কেননা, আল্লাহ রব্বুল আলামীন হলেন সবচেয়ে প্রশংসিত, সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও সর্বাধিক পবিত্রতম সত্তা। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁকে জানার চেষ্টা করি।

কুরআনে দুটি আদেশ, একটি ই'লাম (اِعْلَمْ) আর অন্যটি ই'লামু (اِعْلَمُوْا)।

এর মানে হলো শেখো এবং জানো। কুরআনে এই আদেশদুটো আল্লাহ তাআলা অসংখ্যবার দিয়েছেন এবং অধিকাংশ সময়ই এই আদেশটির পরই তাঁর কোনো একটি সিফাতি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ই'লামু অর্থাৎ তোমরা জেনে নাও

যে, আল্লাহ অতি দয়ালু কিংবা তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা সত্যিকারভাবে প্রত্যাশা করেন, যাতে আমরা তাঁকে জানার চেষ্টা করি। কীভাবে আমরা তাঁকে ভালোবাসব, তাঁর ইবাদত করব, যদি না আমরা ভালোভাবে তাঁকে না-ই জানতে পারি। আল্লাহকে ভালোভাবে না জানলে আমরা কীভাবে তাঁকে ভয় করব, কীভাবে তাঁর ওপর ভরসা রাখব। এ কারণেই আল্লাহ সম্পর্কিত এ জ্ঞান তাওহীদ ও ঈমানের মৌলিক চেতনার সাথে সম্পর্কিত। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদগণ বার বার বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের ঈমানকে যেভাবে বৃদ্ধি করতে পারে আর কোনো বিজ্ঞান বা জ্ঞান তা করতে পারেনা। ঈমান অনেকভাবেই বৃদ্ধি পেতে পারে। ভালো কাজ করার মাধ্যমে, কুরআন তেলাওয়াত করে, দরিদ্রকে দান করে, এতিমের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি অনেক কিছুই ঈমানি শক্তিকে বৃদ্ধি করে। তবে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে দ্রুততার সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান। দ্বিতীয় যে জ্ঞানটি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে তা হলো, রসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত জ্ঞান, যাকে আমরা সীরাত বলে অভিহিত করি।

সে কারণেই আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর সিফাতি নামগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আমাদের তাওহীদ, ঈমান ও ইবাদত পালনের অপরিহার্য দাবি। আল্লাহ তাআলার প্রতিটি সিফাতি নাম আমাদের সামনে জ্ঞানের এমন সব দিগন্ত নতুনভাবে উন্মোচন করে, যা আমরা আগে হয়ত জানতামই না। আমরা যখন আস-সালাম, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস, আল-মু'মিন, আল-মুহাইমিন, আল-জব্বার, আল-মুতাকাব্বির, আর-রাওফ, আর-রহীম, আর-রহমান প্রভৃতি নাম প্রসঙ্গে জানব, তখন এই প্রতিটি নাম আমাদেরকে নতুন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে। আমরা নতুন করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে, তাঁকে ভালোবাসতে, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত হবো। শুধু তাই নয়, আল্লাহর ওপর আমাদের ঈমান উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে।

আমরা যখন আমাদের মধ্যে কাউকে প্রশংসা করি, তখন তার কিছু অংশ সত্য হয় আর কিছুটা মিথ্যা। কেননা, আমাদের মধ্যে কেউই সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বেলায় এই হিসেব পুরোই ভিন্ন। তাঁকে আমরা সবচেয়ে বেশিও যদি প্রশংসা করি, তাহলেও তাঁর হক অনুযায়ী প্রশংসার পরিমাণ কমই থেকে যায়। আমি যখন আপনাকে প্রশংসা করি, আপনি জানেন যে, এই প্রশংসার বাইরেও